যায়যায়দিন

তারিখ: 28 NOV 2012
পৃষ্ঠা … ৩ … কলাম … ৪-৫

স্বাধীনতা অর্জনের ৪০ বছরের ইতিহাসে সাতটি শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও কোনো শিক্ষানীতিই বাস্তবায়িত হয়নি। সব সরকারই শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। পর্যালোচনায় দেখা যায়, সব সরকারই তার মেয়াদের শেষ দিকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের ফলে পূর্ববর্তী সরকারের প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন না করে সরকার নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিগত ৭টি কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো চিহ্নিত করা যায় তার উল্লেখযোগ্য হলো : ০১. সরকারের শেষ সময়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ; ০২. রাজনৈতিক মতবিরোধ; ০৩. শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা; ০৪. বাস্তবায়নে সঠিক কৌশল নির্ধারণ করতে না পারা; ০৫. শিক্ষা প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সংস্কার না করা।

এ পর্যন্ত গঠিত সব কটি কমিশন ও তার রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিগত ৭টি কমিশনের সঙ্গে এবারের কমিশনের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যে কারণগুলোর জন্য বিগত কমিশনের রিপোর্টগুলো বাস্তবায়িত হয়নি তার অনেকগুলোই এবারের কমিশন মোকাবেলা করে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। সবচেয়ে

শিক্ষা অফিসার পদের ৮০% ভাগ সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের বিধান রাখা হয়েছিল। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে এ নিয়োগ বিধির পরিবর্তন এনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পদের ২০% ভাগ সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের বিধান রাখা হয়েছে। বাকি ৮০% ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ হবে। তবে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য বয়স ৪৫ পর্যন্ত শিথিল রাখা হয়। কিন্তু জেলা শিক্ষা অফিসার পদের কত ভাগ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ হবে তার কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে এ খসড়া নিয়োগ বিধিটি অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা ও শিক্ষার স্বার্থে নিয়োগ ও পদোন্নতি সহজ করে ইতোমধ্যে দু'দফায় ৪১৩৩ জন সহকারী সার্জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গত কয়েক মাসে আড়াই হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে এ জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। কেননা আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বিগত

অবহেলিত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ঢেলে সাজানোর এখনই সময়

বজলুর রহমান আনছারী

বড় ইতিবাচক দিক হচ্ছে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিক্ষানীতি চূড়ান্তকরণ। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের। শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে ভেঙে মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার থাকলেও, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ এখনো পরিলক্ষিত হয়নি। অথবা শিক্ষা প্রশাসনে সংস্কার বা বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন এখনো চোখে পড়ার মতো নয়। উপরন্তু মাউশি'র বিদ্যমান জনবলের প্রায় দুইতৃতীয়াংশই শূন্য রয়েছে বিগত কয়েক বছর যাবত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ১০টি শিক্ষা বোর্ড, এনসিটিবি, নায়েম, ডিআইএ, ব্যানবেইস, এনটিআরসিএসহ মাউশির অধীনে রয়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক প্রকল্প। এ সকল দপ্তরে বর্তমানে কর্মরত আছেন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা, শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষক থেকে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত শিক্ষকদের একটি অংশ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার থেকে জেলা শিক্ষা অফিসার পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের একটি ক্ষুদ্র অংশ। মাউশির অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর শীর্ষ পদে রয়েছেন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা। এদিকে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ডেপুটেশন দিয়ে শিক্ষা প্রশাসনে বসানোর ফলে একদিকে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম; অপরদিকে বৃহৎ পরিসরে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। সঠিক নীতিমালা প্রণীত না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে বিরাজ করছে অসঙ্গতি। মাঠ প্রশাসনের মতামত গ্রহণ না করে একই বিষয়ে ঘন ঘন পরিপত্র জারি করায় সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির। বেসরকারি স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটিতে ডিজির প্রতিনিধি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সদস্য থাকার বিধান থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আলিম/ফাজিল মাদ্রাসার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এ বিধানটি উপেক্ষিত হচ্ছে। এমনকি নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তির কাগজপত্র মাউশিতে প্রেরণের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারের কোনো ভূমিকা থাকছে

বছরগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিনামূল্যের কোটি কোটি বই বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ৮৬২ জন প্রভাষককে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। অথচ একদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের প্রায় ছয় শতাধিক কর্মকর্তার চাকরি দীর্ঘ দেড় যুগ অতিবাহিত হলেও নিয়মিতকরণ না হওয়ায় মাউশির মাঠ প্রশাসনের শূন্য পদ পূরণে ধীরগতি, অপরদিকে ২০০৮ সালের ১৯ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের কর্মবণ্টনের আদেশ অকার্যকর থাকায় মাঠ পর্যায়ে বিরাজ করছে স্থবিরতা।

বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশের আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের সংস্কার সাধন করলে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন অনেকাংশেই সহজতর হবে।

১. সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় দেড় যুগের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের চাকরি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিয়মিতকরণের কাজটি সম্পন্নকরণ।

২. জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং প্রধান শিক্ষক, সহকারী

জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদবী অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদবীর অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। তাছাড়া মহানগরীর থানাগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস থাকলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস আজো স্থাপিত হয়নি